

যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



মন্দার্ন

সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, ত্রিংশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ৭, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২২

ভারত সুপার পাওয়ার, দাবি পানামার

২১ জুলাই : ভারতকে ‘উদীয়মান শক্তি’ নয়, বরং ‘ইতিমধ্যেই একটি সুপারপাওয়ার’ বলে উল্লেখ করলেন পানামার বিদেশমন্ত্রী হাভিয়ের মার্তিনেস-আচা ভাসকেস। সোমবার নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে, ভারতীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পানামাকে লাতিন আমেরিকার প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাবও দেন তিনি।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভাসকেস বলেন, একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর কথায়, “অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতকে উদীয়মান সুপারপাওয়ার বলে মনে করেন। কিন্তু আমার মতে, ভারত ইতিমধ্যেই একটি সুপারপাওয়ার। পানামা ভারতকে শুধু একটি বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে দেখে না, বরং এমন এক সভ্যতাগত শক্তি হিসেবে দেখে, যার আন্তর্জাতিক প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, গত ছয় দশকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আগামী কয়েক দশকের জন্য একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায় পানামা।

পানামার ভূ-কৌশলগত গুরুত্বের প্রসঙ্গ তুলে বিদেশমন্ত্রী বলেন, আয়তনে ছোট হলেও বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাঁর বক্তব্য, “ভারত যেমন ভাবনা ও উদ্ভাবনের সংযোগস্থল, তেমনিই পানামা বিশ্বের বাজারগুলিকে যুক্ত করে। পানামা খাল শুধু প্রকৌশলগত সাফল্য নয়, এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি নির্ভরযোগ্য মঞ্চ।” তিনি জানান, লাতিন আমেরিকা ও মধ্য

আমেরিকায় ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রসারে পানামা একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে। ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে পানামায় বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক একটি যৌথ কর্মগোষ্ঠী গঠনের প্রস্তাব দেন।

ফার্মাসিউটিক্যালস, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্যভাণ্ডার কেন্দ্র, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক বণ্টন কেন্দ্র— এই ক্ষেত্রগুলিকে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভাসকেস।

তাঁর কথায়, “ভারত বিশ্বের জন্য উৎপাদন করে, আর পানামা বিশ্বকে সংযুক্ত করে। লাতিন আমেরিকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়তে চাওয়া ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য পানামা আদর্শ প্র্যাক্টিফর্ম হতে পারে।”

পানামার বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক আইন এবং অর্থনৈতিক সুযোগের প্রতি প্রতিশ্রুতির মতো অভিন্ন মূল্যবোধ দুই দেশকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাঁর মতে, সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং উন্মুক্ততার মধ্য দিয়েই দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির পথ তৈরি করা সম্ভব। এ ছাড়াও, ভারত ও পানামার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়েছে পানামা খাল।

প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্তকারী এই জলপথ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ফলে লাতিন আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ আরও সহজ হতে পারে। বিশেষ করে, বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্বিন্যাসের আবহে পানামার ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে ভারত নিজেদের বাণিজ্যিক উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

অপ সাদার্ন রেডিনেস

কোচিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিশেষ মহড়া

২১ জুলাই : ভারতীয় নৌবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌ-কমান্ডের উদ্যোগে কেরলের কোচিতে ২০ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী বহুজাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ‘অপারেশন সাদার্ন রেডিনেস ২৬-২’। ভারতীয় নৌবাহিনীর নেতৃত্বাধীন কন্সাইন্ড টাস্ক ফোর্স-১৫৪ এবং কন্সাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস-এর যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিশ্বের ২৬টি দেশের ২৫৪ জন প্রতিনিধি, ৭৪ জন প্রশিক্ষক, চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং একাধিক বিষয়বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের মাটিতে এই কর্মসূচির প্রথম আয়োজন কেবল একটি সামরিক প্রশিক্ষণ মহড়াই নয়, বরং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভারতের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বের এক তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। বর্তমানে কন্সাইন্ড টাস্ক ফোর্স-১৫৪-এর নেতৃত্বে রয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী। কন্সাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস-এর এই বিশেষ প্রশিক্ষণ টাস্ক ফোর্সের মূল লক্ষ্য অংশীদার দেশগুলির নৌ-সামর্থ্য বৃদ্ধি, আন্তঃকার্যক্ষমতা উন্নয়ন এবং পেশাগত প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমান্ডার কন্সাইন্ড টাস্ক ফোর্স-১৫৪-এর কমান্ডার মিলিন্দ এম. মোকাশি, কন্সাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস-এর উপ-কমান্ডার কমান্ডার ড্যান থমাস এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌ-কমান্ডের প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রধান স্টাফ অফিসার রেয়ার অ্যাডমিরাল দীপক সিংহল উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে আধুনিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পেশাগত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বহুজাতিক সহযোগিতার অপরিহার্যতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রথম দিনের কর্মসূচির মূল বিষয় ছিল জাহাজ পরিচালনা ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ। রাষ্ট্রসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ট্রাইফ) লোহিত সাগর ও পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক নিরাপত্তা হুমকি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ভারতীয় নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক সিমুলেটর ও প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জাহাজ পরিচালনা, নৌ-নেভিগেশন, জ্যোতির্বেজ্ঞানিক নৌ-নেভিগেশন, সামুদ্রিক বিপদকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এবং অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আগামী তিন দিন ধরে

সমসাময়িক সামুদ্রিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে পেশাগত আলোচনা, সিমুলেটরভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং বাস্তবভিত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা আরও সমৃদ্ধ করা হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমন্বয় এবং পেশাগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগর বর্তমানে বৈশ্বিক বাণিজ্য, জ্বালানি পরিবহণ এবং কৌশলগত যোগাযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। জলদস্যুতা, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ, মানবপাচার এবং সামুদ্রিক সাইবার হুমকির মতো বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একক রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, গোয়েন্দা তথ্যের আদান-প্রদান এবং যৌথ প্রশিক্ষণ আজ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অপারেশন সাদার্ন রেডিনেস ২৬-২ সেই সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা কাঠামোরই একটি বাস্তব ও কার্যকর উদাহরণ।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ‘সাগর’ (অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও বিকাশ) নীতির আলোকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করেছে। মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ মোকাবিলা, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, যৌথ মহড়া এবং নৌ-সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেশী ও অংশীদার দেশগুলির নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোচিতে এই বহুজাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল আয়োজন সেই বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও সুসংহত করেছে।

ভারতের নেতৃত্বে পরিচালিত কন্সাইন্ড টাস্ক ফোর্স-১৫৪-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌ-অধিকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের একই মঞ্চে এনে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রমাণ করে যে ভারত কেবল নিজের সামুদ্রিক শক্তিকে বৃদ্ধি করছে না, বরং সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা স্থাপত্যকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌ-কমান্ডের এই উদ্যোগ ভারতীয় নৌবাহিনীকে অঞ্চলের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ সহযোগী হিসেবে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক শান্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই প্রেক্ষাপটে ‘অপারেশন সাদার্ন রেডিনেস ২৬-২’ শুধু একটি প্রশিক্ষণ মহড়া নয়, বরং নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক ভারত মহাসাগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং কৌশলগত সক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

মিশন গোল্ডেন স্পাইস-এর সূচনা

লাকাডং হলুদকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে ১৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প

২১ জুলাই : মেঘালয়ের জিআই-স্বীকৃত লাকাডং হলুদের দূর করার চেষ্টা করা হবে। জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়া বলেন, উৎপাদন ও বিপণনকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে ‘মিশন গোল্ডেন স্পাইস’ প্রকল্পের সূচনা করল কেন্দ্র। সোমবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিঙ্কিয়া এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা যৌথভাবে ১৭৫.৪৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

২০২৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচি দু’টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম পর্যায়ে লাকাডং হলুদের মূল্যশৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা হবে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের উদ্যোগে এই প্রকল্পে কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাণিজ্য মন্ত্রক-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা অংশ নিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রকের সচিব নিবেদিতা শুক্লা বর্মা জানান, লাকাডং হলুদের কারকিউমিনের পরিমাণ ৭ থেকে ১০ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ সুগন্ধ ও ঔষধি গুণ থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো, বাজার সংযোগ এবং উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরির সুযোগের অভাবে চাষিরা এখনও প্রত্যাশিত আয় পান না। নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যা সীমাবদ্ধতা

দূর করার চেষ্টা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘অষ্টলক্ষী’ ভাবনার অংশ হিসেবেই উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব বিশেষ পণ্যকে সামনে আনা হচ্ছে। তিনি জানান, লাকাডং হলুদের কারকিউমিনের পরিমাণ বিশ্বের গড়ের প্রায় চার গুণ। সম্প্রতি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রী এই হলুদকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে লাকাডং হলুদের জন্য চাষিরা প্রতি কিলোগ্রামে ৩০ থেকে ৪০ টাকা পান। ২০৩০ সালের

মধ্যে সেই আয় প্রায় দ্বিগুণ করে ৮০ টাকায় পৌঁছে দেওয়াই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ হেক্টর জমিতে চাষ হওয়া এই হলুদের চাষের পরিধি বাড়িয়ে ৭,৫০০ হেক্টরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, মেঘালয়ের বাইরে লাকাডং হলুদের চারা লাগানোর একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেখানে কারকিউমিনের মাত্রা কমে গিয়েছে। তাঁর কথায়, “মেঘালয়ের মাটিতেই এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা এই হলুদকে অনন্য করে তুলেছে।”

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী টিমোথি ডি. শিরা বলেন, লাকাডং হলুদ শুধুমাত্র একটি কৃষিপণ্য নয়, এটি মেঘালয়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক। তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম জৈব হলুদ প্রক্রিয়াকরণ ও কারকিউমিন নিষ্কাশন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মহিলা চাষিদের।

অনুষ্ঠানে পূর্ব ও পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় এলাকার চাষিরা জানান, এই প্রকল্প শুধু হলুদ উৎপাদন বাড়াবে না, বরং নতুন বাজার ও কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। ভবিষ্যতে আনারস, আদা, কাঁঠাল, মধু এবং মাশরুমের মতো মেঘালয়ের অন্যান্য বিশেষ পণ্যকেও একই মডেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

মধ্যে সেই আয় প্রায় দ্বিগুণ করে ৮০ টাকায় পৌঁছে দেওয়াই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ হেক্টর জমিতে চাষ হওয়া এই হলুদের চাষের পরিধি বাড়িয়ে ৭,৫০০ হেক্টরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, মেঘালয়ের বাইরে লাকাডং হলুদের চারা লাগানোর একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেখানে কারকিউমিনের মাত্রা কমে গিয়েছে। তাঁর কথায়, “মেঘালয়ের মাটিতেই এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা এই হলুদকে অনন্য করে তুলেছে।”

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী টিমোথি ডি. শিরা বলেন, লাকাডং হলুদ শুধুমাত্র একটি কৃষিপণ্য নয়, এটি মেঘালয়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক। তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম জৈব হলুদ প্রক্রিয়াকরণ ও কারকিউমিন নিষ্কাশন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মহিলা চাষিদের।

অনুষ্ঠানে পূর্ব ও পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় এলাকার চাষিরা জানান, এই প্রকল্প শুধু হলুদ উৎপাদন বাড়াবে না, বরং নতুন বাজার ও কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে। ভবিষ্যতে আনারস, আদা, কাঁঠাল, মধু এবং মাশরুমের মতো মেঘালয়ের অন্যান্য বিশেষ পণ্যকেও একই মডেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

গ্রামীণ উন্নয়নে

বরাদ্দ ২.৩১

লক্ষ কোটি

২১ জুলাই : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য মোট ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৪২৩.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র সরকার। এর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৬৮.৮১ কোটি টাকা। লোকসভায় লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান।

মন্ত্রক জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য এই বরাদ্দ করা হলেও তা রাজ্যভিত্তিক নয়। প্রকল্পের চাহিদা, তহবিলের ব্যবহার, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নির্দেশিকা মেনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অর্থ ছাড়া হয়।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (এনএসএপি) এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম (ডিআইএলআরএমপি) দিল্লিতেও কার্যকর রয়েছে। পাশাপাশি, ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’ বা ‘ভি বি-জি রায়ম-জি’ আইন, ২০২৫-এর আওতায় দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিজেদের প্রকল্প বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে গ্রামীণ এলাকায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তবে প্রকল্পটি সম্প্রতি

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধবিমানের গর্জন নতুন নয়। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সাম্প্রতিক সংঘাত এমন এক বাস্তবতার সামনে বিশ্বকে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে যুদ্ধের অভিঘাত কেবল সীমান্তের মধ্যে আটকে থাকে না। ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জ্বালানির বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কূটনৈতিক সমীকরণ এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ। এই সংঘাত তাই শুধুমাত্র দুই রাষ্ট্রের ক্ষমতার লড়াই নয়; এটি এক বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে অবিশ্বাস, নিষেধাজ্ঞা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, মধ্যপ্রাচ্যে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং মার্কিন মিত্রদের নিরাপত্তা— সবকিছু মিলিয়ে উত্তেজনার আবহ কখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। বরং প্রতিটি নতুন সংঘর্ষ পুরনো ক্ষতকে আরও গভীর করেছে। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হল, যুদ্ধ এখন আর কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। উপসাগরীয় অঞ্চলের বন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, তেল শোধনাগার এবং লবণমুক্তকরণ প্রকল্পগুলি আজ কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। মরুপ্রধান দেশগুলির বিপুল জনসংখ্যা যে পানীয় জলের উপর নির্ভরশীল, সেই ব্যবস্থার সামান্য বিপর্যয়ও মানবিক সংকট ডেকে আনতে পারে। ফলে সংঘাতের মূল্য শেষ পর্যন্ত সাধারণ নাগরিকদেরই দিতে হয়। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার প্রতিটি সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক শক্তিশূলিকেও নতুন করে নিজেদের

অবস্থান নির্ধারণে বাধ্য করে। রাশিয়া, চিন, ইউরোপ এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিজেদের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে একটি আঞ্চলিক সংঘাত ধীরে ধীরে বৈশ্বিক উদ্বেগে পরিণত হয়। ইতিহাসের শিক্ষা স্পষ্ট— যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু তার পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আফগানিস্তান, ইরাক কিংবা সিরিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে সামরিক সাফল্য সবসময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে না। বরং দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এই কারণেই বর্তমান সংকটের মুহূর্তে সংঘম, আলোচনা এবং কূটনৈতিক উদ্যোগের গুরুত্ব আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় বেশি। শক্তির প্রদর্শন সাময়িক বার্তা দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। পশ্চিম এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যুদ্ধের বিস্তারের উপর নয়, বরং সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণে আনার রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর। তবে এই সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা রয়েছে— তথ্যযুদ্ধ। সামাজিক মাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের অবস্থানকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতার পাশাপাশি জনমত গঠনের লড়াইও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই তেলের দাম, শেয়ারবাজারের ওঠানামা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ভারত-সহ বহু উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই পরিস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যে জলসংকটের শঙ্কা

২১ জুলাই : সপ্তাহান্তে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কুয়েতের একটি সমুদ্রের জল লবণমুক্তকরণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর উপসাগরীয় অঞ্চলে জল নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সংঘাত আরও তীব্র হলে এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এর আগে ইরান সতর্ক করে দিয়েছিল, আমেরিকা যদি তাদের জ্বালানি ও শক্তি পরিকাঠামোর উপর হামলা চালায়, তবে উপসাগরীয় অঞ্চলের লবণমুক্তকরণ কেন্দ্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনামূলিও হামলার মুখে পড়তে পারে। কারণ, মরুভূমিপ্রধান এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই পানীয় জলের জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রের জল পরিশোধন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পানীয় জলের ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে লবণমুক্তকরণ কেন্দ্র থেকে। কাতার ও বাহরিন শতভাগ এই ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, আর কুয়েতে আবাসিক জলের চাহিদার ৯০ শতাংশ মেটানো হয় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। ওমানে এই হার ৮৬ শতাংশ, অন্যদিকে সৌদি আরবে বিতরণ করা জলের প্রায় অর্ধেকই আসে সমুদ্রের জল পরিশোধনের মাধ্যমে।

বাহরিন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি— এই ছয়টি দেশ বিশ্বের মোট লবণমুক্ত জলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এই দেশগুলির মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপসাগরীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে অল্প কয়েকটি বৃহৎ কেন্দ্র থেকেই অধিকাংশ জল সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলিই যৌথ বিদ্যুৎ ও জল উৎপাদন কেন্দ্র। ফলে ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলায় শুধু জল সরবরাহ নয়, গোটা শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা আটলান্টিক কাউন্সিলের মতে, এই ধরনের হামলা মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকট ডেকে আনতে পারে। হাসপাতাল, শিল্প, পর্যটন কেন্দ্র এবং আবাসিক এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বড় শহরগুলিকে খালি করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। ২০০৮ সালের একটি মার্কিন

কূটনৈতিক বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছিল, সৌদি আরবের জুবাইল প্রকল্প বা তার পাইপলাইন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে রাজধানী রিয়াধকে এক সপ্তাহের মধ্যেই খালি করতে হতে পারে।

সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় উপসাগরীয় দেশগুলি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সৌদি আরব রিয়াধ স্ট্র্যাটেজিক ওয়াটার রিজার্ভ প্রকল্প গড়ে তুলেছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম পানীয় জল সংরক্ষণাগার হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, কাতার ২০১৮ সালে বিশ্বের বৃহত্তম কংক্রিটের পানীয় জলাধারগুলির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে। প্রতিটি জলাধারে প্রায় ১০ কোটি ইম্পেরিয়াল গ্যালন জল সংরক্ষণ করা যায়।

বিশ্বের বৃহত্তম লবণমুক্তকরণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে সৌদি আরবের ৭২০ কোটি ডলারের রাস আল-খাইর প্রকল্প শীর্ষে রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ ঘনমিটার জল পরিশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রকল্প থেকে রাজধানী রিয়াধ-সহ একাধিক শহরে জল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া দুবাইয়ের জেবেল আলি, আবুধাবি ও দুবাইয়ের মাঝামাঝি তাওয়িলাহ, ফুজাইরাহ এবং উম্ম আল-কুওয়াইনে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একাধিক বৃহৎ প্রকল্প রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত যদি আরও ছড়িয়ে পড়ে, তবে তেল ও গ্যাসের পাশাপাশি জল পরিকাঠামোও নতুন ভূ-রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। বেশি এলাকা এখনও ইজরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলও বিশেষভাবে নজরে রয়েছে। দেশটির মোট জলের চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ পূরণ করে তেল আবিবের কাছে অবস্থিত সোরেক লবণমুক্তকরণ কেন্দ্র। প্রতিদিন প্রায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ঘনমিটার জল পরিশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম কেন্দ্রগুলির অন্যতম। একই সঙ্গে, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অধিকাংশ বৃহৎ প্রকল্প ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের পাল্লার মধ্যেই অবস্থিত। ফলে পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংঘাত শুধু সামরিক বা জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, কয়েক কোটি মানুষের দৈনন্দিন পানীয় জল এবং জনজীবনের উপরও সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীন সুরক্ষায়

একাধিক পদক্ষেপ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

২১ জুলাই : দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনমুখী করে তুলতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা লোকসভায় জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মাদক পাচার রোধ, সাইবার অপরাধ দমন, দ্রুত বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা, সীমান্ত অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ, অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের পুনর্বাসন এবং শিশু সুরক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি—এই সব ক্ষেত্রেই সরকারের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা সংসদে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথক লিখিত উত্তরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যনন্দ রাই এবং বন্দি সঞ্জয় কুমার জানান, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার ২০২৬–২০২৯ সময়কালের জন্য একটি ‘ভিশন ডকুমেন্ট’ প্রকাশ করেছে, যেখানে ‘হোল-অব-গভর্নমেন্ট’ এবং ‘হোল-অব-সোসাইটি’ পদ্ধতির মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণের তিন বছরের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), বিভিন্ন মাদক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার, অবৈধ চাষ ধ্বংস, আর্থিক তদন্ত এবং মাদক চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। এনসিবির আঞ্চলিক ও জোনাল অফিসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে, নতুন ৫৬৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও সম্প্রসারিত হয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ করতে ‘ল্যান্ড পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ বা বিনিময় সিস্টেমে ইতিমধ্যে দেশের ১০টি সমন্বিত চেকপোস্টে চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পেন্ট্রাপোলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরে কার্যকর হওয়া এই ডিজিটাল ব্যবস্থা ইউনিফায়েড লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্ম, জিএসটি এবং সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। এর ফলে সীমান্ত বাণিজ্য, যাত্রী চলাচল এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও দ্রুত ও সমন্বিত হবে বলে সরকার আশা করছে। সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মকাল শেষ করা অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী

এবং আসাম রাইফেলসে কনস্টেবল ও রাইফেলম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য ৫০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ, বয়সসীমায় ছাড় এবং শারীরিক সক্ষমতা ও লিখিত পরীক্ষায় অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসন ও কর্মজীবনের অগ্রগতির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি পৃথক সমন্বয় শাখাও গঠন করা হয়েছে।অন্যদিকে, বিচারব্যবস্থাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মে তদন্ত, চার্জ গঠন, বিচার ও রায় ঘোষণাসহ বিভিন্ন ধাপের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত দ্রুত শেষ করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ই-সাক্ষ্য, ই-শমন ও ন্যায় শ্রুতির মতো ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ, শমন জারি এবং ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা চালু করে বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করাও সরকারের অগ্রাধিকারের অন্যতম ক্ষেত্র। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার-এর মাধ্যমে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল, ১৯৩০ হেল্পলাইন, ‘সমন্বয়’ ও ‘সহযোগ’ প্ল্যাটফর্ম, ‘সাইট্রেইন’ প্রশিক্ষণ পোর্টাল ও ‘সাইবার কমান্ডোস’ কর্মসূচির মাধ্যমে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত ও দক্ষতা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সাইবার আর্থিক জালিয়াতির ঘটনায় ৩২.৮০ লক্ষেরও বেশি অভিযোগের ভিত্তিতে ১১,১৫৮ কোটির বেশি অর্থ প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে সাইবার ফরেনসিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তদন্তকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিশু ও নারীর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ মোকাবিলায় জাতীয় যৌন অপরাধী ডেটাবেস এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস চেক-এর কার্যকারিতাও আরও জোরদার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির জন্য এই ডেটাবেস পুনরাবৃত্ত অপরাধী শনাক্তকরণ, অপরাধমূলক অতীত যাচাই এবং দ্রুত তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

মেসিডোনিয়ায়

রাষ্ট্রপতি

২১ জুলাই : উত্তর মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কেপিয়েতে ভারত-উত্তর মেসিডোনিয়া বাণিজ্য মঞ্চে যোগ দিয়ে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার আহ্বান জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, ভারত ও উত্তর মেসিডোনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনও সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। সোমবার স্কেপিয়েতে আয়োজিত ভারত-উত্তর মেসিডোনিয়া বিজনেস ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতির এটিই প্রথম উত্তর মেসিডোনিয়া সফর, যা দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি ভারতের গভীর আগ্রহেরই প্রতিফলন। তাঁর মতে, বর্তমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইতিবাচক হলেও তা দুই দেশের প্রকৃত সম্ভাবনার তুলনায় অনেকটাই সীমিত। ভবিষ্যতে এই মর্মে দুই দেশের সদর্থক ভূমিকা অবদান রাখবে বলেও রাষ্ট্রপতি জানান।

উন্নয়নে বরাদ্দ

প্রথম পাতার পরে

চালু হওয়ায় এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার এবং শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। মাস্টার রোল বন্ধ হওয়া এবং পরবর্তী আর্থিক লেনদেনের অনুমোদনের পর রাজ্যগুলি অর্থ ব্যয় ও মজুরি প্রদান করতে পারবে।

কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রস্তুতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং মন্ত্রকের সচিবের নেতৃত্বে একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতি সপ্তাহে অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রকের দাবি, নিয়মিত পর্যালোচনা, সমন্বয় এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ফলেই দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্ধারিত সময়ে, অর্থাৎ ১ জুলাই থেকেই প্রকল্পটি চালু করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও বিভিন্ন বৈঠক, পরামর্শ ও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পাওয়া পরামর্শও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের উদ্বুদ্ধ করতে

জেমস অব ইন্ডিয়া শুরু

২১ জুলাই : দেশের সৃজনশীল অর্থনীতি ও ডিজিটাল নির্মাতাদের উৎসাহ দিতে ‘জেমস অব ইন্ডিয়া’ চ্যালেঞ্জের পাইলট পর্যায় চালু করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। দেশের বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পর্যটন, ইতিহাস ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’-র মতো কর্মসূচি প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের সৃজনশীল প্রতিভাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ‘ওয়েভস ওটিটি’ প্ল্যাটফর্মের অধীনে চালু হওয়া ‘মাইওয়েভস’-এর উপর ভিত্তি করেই এই নতুন চ্যালেঞ্জের সূচনা করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ‘মাইওয়েভস’ প্ল্যাটফর্মে সাধারণ নাগরিকেরা নিজেদের তৈরি মৌলিক ভিডিও আপলোড ও ভাগ করে নিতে পারবেন। ‘জেমস অব ইন্ডিয়া’ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের জেলার অনন্য গল্প ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে ধরতে আহ্বান জানানো হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব চঞ্চল কুমার বলেন, “ভারতের প্রতিটি জেলারই নিজস্ব গল্প রয়েছে। ‘জেমস অব ইন্ডিয়া’ সেই গল্পকে তুলে ধরার জন্য সৃজনশীল যুবকদের একটি জাতীয় মঞ্চ দেবে।” তাঁর মতে, এই উদ্যোগ একদিকে যেমন যুবসমাজের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে, তেমনই দেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও তুলে ধরবে। চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণের জন্য এক থেকে তিন মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ‘মাইওয়েভস’ বিভাগে জমা দিতে হবে। পাইলট পর্যায়ে ভিডিও জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অরুণাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, গোয়া ও লাদাখে এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। প্রসার ভারতী, ‘মাই ভারত’ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে। পাশাপাশি স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই উদ্যোগের প্রচার আরও বাড়াতে ইউটিউব এবং মেটার মতো আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থার সহযোগিতাও নেওয়া হচ্ছে। এই দুই সংস্থা তাদের নিজস্ব নির্মাতা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কর্মসূচির প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করবে। সেরা নির্মাতাদের উৎসাহিত করতে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জেলা স্তরে প্রতিটি জেলায় সর্বাধিক ২০ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজ্য স্তরে প্রতিটি জেলা থেকে নির্বাচিত একজন নির্মাতা পাবেন ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় স্তরে নির্বাচিত নির্মাতাদের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।



দল বদলু

(আগামী সংখ্যায়)